শহীদ জননী জাহানারা ইমামঃ

একটি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

-- অনন্ত --
ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

আজ ২৬শে জুন ২০০৫, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এর একাদশতম মৃত্যুবার্ষিকী। ১৯৯৪ সালের এই দিনে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। দুরারোগ্য এ ব্যাধি নিয়েই এই মহিয়সী নারী নব্বইয়ের দশকে একাত্তরের ঘাতক দালাল রাজাকারদের বিরুদ্ধে গড়ে তুলেন এক দুর্বার গণ আন্দোলন। প্রথম বারের মতো বাংলাদেশে গড়ে উঠে একাত্তরের ঘাতক দালাল বিরোধী জাতীয় আন্দোলন, যার নেতৃত্বের পুরধা ছিলেন শহীদ রুমীর বীর প্রসবিনী মা জাহানারা ইমাম।

২৯ শে ডিসেম্বর ১৯৯১। একটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায় একটি সংবাদ ছাপা হয়। সংবাদটি এরকম- “জামাতে ইসলামীর পাঁচ দিন ব্যাপী মজলিশে শুরার বৈঠকে গোলাম আযমকে দলের আমীর নির্বাচন করা হয়েছে।” গোলাম আযম এই দলের আমীর আগেও ছিলেন। গত একযুগ ধরে তিনি পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করছিলেন। আর প্রকাশ্যে গোলাম আযমের হয়ে কাজ করছিলেন আব্বাস আলী খান, অস্থায়ী আমীর হিসেবে। গোলাম আযম এবার প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়ে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করলেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্থানী সামরিক বাহিনীর দালাল গোলাম আযম বাঙলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে নিজের অস্তিত্ত্ব সদম্ভে ঘোষনা করেন। কিন্তু এর পরই শুরু হয় এক নিরব বিপ্লব। যার বৃহৎ বিস্ফোরন ঘটে ১৯৯২ সালের ২৬ শে মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এইদিন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নিত ঘাতক, যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে দশটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিচার করা হয়েছিলো। গণ আদালতের বিচারকমন্ডলী অবশ্য কোনো দন্ড প্রদান করেন নি। রায়ে বলা হয়েছিলো- অধ্যাপক গোলাম আযমের অপরাধ মৃত্যুদন্ডযোগ্য।

গণআদালতে বিচারের ৬৬ দিন আগে যখন দেশের ১০১জন সচেতন নাগরিক একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি গঠন করে ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকীতে গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার করার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেছিলেন, সেদিন অনেকে সন্দিহান হয়েছিলেন এর সাফল্য সম্পর্কে। কিন্তু শহীদ জননীর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহনের ফলে খুব দ্রুত রুপান্তরিত হয় গণ আন্দোলনে। সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের গণ মাধ্যমের সাহসী সহযোগীতা আর আপামর জনগণের অংশগ্রহন এই গণ আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

১৯৯২ সালের গণ আদালত ই একমাত্র পদক্ষেপ ছিলো না গোলাম আযম বা রাজাকার-আলবদর-দালালদের বিরুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ২৯শে ডিসেম্বর গঠিত হয়েছিলো ‘‘বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটি’’। জহির রায়হানের সভাপতিত্বে এই কমিটিতে ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, হাসান ইমাম, ব্যরিষ্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যরিষ্টার মওদুদ আহমেদ (বর্তমান আইনমন্ত্রী), এনায়েতুল্লাহ খান চৌধুরী (বর্তমানে নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক), অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সহ কয়েক জন। এই কমিটি বুদ্ধিজিবী হত্যাকান্ড সম্পর্কে রোমহর্ষক তথ্য সংগ্রহ করে, কিন্তু জহির রায়হানের রহস্যময় অন্তর্ধানের পর এই কমিটির কার্যাবলী থেমে যায়। তৎকালীন সরকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন এবং ‘‘বাঙলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২’’ জারী করা হয়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের পর বহুদলীয় গণতন্ত্রের (!) নামে জামাত ইসলামী রাজনীতি করার সুযোগ পায়। তারপর ১৯৮১ সালে জামাতে ইসলামীর নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে যখন বলে ‘‘ একাত্তরে আমরা ভূল করি নি ’’, ‘‘একাত্তরে বাঙলাদেশ কনসেপ্ট ঠিক ছিল না’’। তখনও প্রতিবাদ হয়েছিলো। ১৯৮১ সালের ২১শে মার্চ বাঙলাদেশ মুক্তিযুদ্ধা সংসদের পক্ষ থেকে কর্নেল (অবঃ)কাজী নুরুজ্জামান ১লা মে থেকে রাজাকার-আলবদর প্রতিরোধ সপ্তাহ পালনের ঘোষনা দেন এবং আরও বলেন সরকার যদি একাত্তরের ঘাতকদের বিচার করতে ব্যর্থ হয় তবে মুক্তিযুদ্ধা সংসদই গণ আদালত গঠন করে গোলাম আযম সহ সকল রাজাকার-আলবদরদের বিচার করবে। ২৫শে মে ১৯৮১সালে বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিবাদবিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে বিশাল জন সমাবেশে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মাতা জাহানারা ইমাম বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সমাবেশে আগত মুক্তিযোদ্ধারা সমস্বরে শ্লোগান দিতে থাকে, ‘‘ মাগো তোমায় কথা দিলাম, অস্ত্র আবার হাতে নেব, মুক্তিযোদ্ধার হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার।’’ জাহানারা ইমাম তাঁর বক্তৃতায় সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান সম্বোধন করে মুক্তিযোদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। এরপর আবার আন্দোলন হয় ২জুন ১৯৮৮ সালে সামরিক শাষক এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম আইনের বিরোধিতা করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে। উপলক্ষ যদিও রাষ্ট্রধর্ম আইনের বিরোধিতা করা তবু একই সঙ্গে আক্রমনের লক্ষ্য হিসেবে জামাতে ইসলামী সহ অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। এরপর আবার আন্দোলন শুরু হয় ৯২ সালে। যদিও গোলাম আযমের জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো তবে নানা কারণে সবচেয়ে জনসমর্থন, গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলো ৯২ সালের গণ আদালত কর্মসুচী। গণ আদালত কর্মসুচী বাস্তবায়নের অন্যতম সৈনিক ‘‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল জাতীয় সমন্বয় কমিটি’’র আহ্বায়ক জাহানারা ইমাম।

শহীদ জননী শুধুমাত্র গণ আদালত কর্মসুচী সফল করে বসে থাকেন নি, তিনি গণ

আদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য অসুস্থ শরীর নিয়ে সারা দেশ জুড়ে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে সারা দেশে গোলাম আযম ও জামাত শিবিরের বিরুদ্ধে জাতীয় ভাবে এক গণ জোয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ দিকে জামাত শিবিররাও বসে থাকে নি। তারা শহীদ জননীকে ভারতীয়দের দালাল বলে প্রকাশ্যে ঘোষনা করে। ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি গঠনের মাধ্যেমে তারা প্রকাশ্যে ঘোষনা করে " ভারতীয় দালালদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করা হবে"। আর রাষ্ট্রের কি নির্মম পরিহাস! তৎকালীন সরকার ও তখন জাহানারা ইমাম সহ দেশ বরেন্য ২৪জন বুদ্ধিজীবির নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করে। মৃত্যুর আগ পর্যন্তও তাঁর নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা ঝুলে ছিলো। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধয়ক সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান এই মামলা তুলে নেন।

জামাত শিবিরের হত্যার হুমকি আর সরকারের রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার কারণে শহীদ জননী দমে যান নি। তিনি জাতীয় গণ তদন্ত কমিশন গঠন করে আট জন স্বাধীনতা বিরোধী সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন ১৯৯৩ সালের ২৬শে মার্চ। ১৯৯৪ সালে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গণ তদন্ত কমিশন ৩জন যুদ্ধাপরাধীর দুষ্কর্মের বিবরন জাহানারা ইমামের হাতে অর্পন করেছিলেন। তিনি আরও আট জনের নাম ঘোষনা করে বললেন এদের সম্পর্কেও তদন্ত করা হবে। এরপরই মারাত্মক অসুস্থ জাহানারা ইমাম ঢাকা ছাড়লেন ৪জুলাই ১৯৯৪। অব্যাহত চিকিৎসা ও তাঁর মরণ ব্যাধিকে বশ করতে পারলেন না। অবশেষে ২৬শে জুন ১৯৯৪ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। স্বদেশের মাটিতে চিরনিদ্রায় শয়নের জন্য শহীদ জননী ঢাকায় এলেন ৪জুলাই ১৯৯৪।

শহীদ রুমীর মাতা জাহানারা ইমাম প্রত্যেকটি বাঙালীর মনে চিরস্থায়ী আসন পেয়েছেন শুধু মাত্র আন্দোলন করে নয়, ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশব্যপী মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে যে বিপুল উদ্দীপনায় সাহসী করে নতুন জনম দিয়ে গেছেন— তারই জন্যে। ধর্মব্যবসায়ীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে শ্লোগান, আজ তা সবারই মধ্যেই উচ্চারিত। এই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধ তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়ে গেছেন। আর এই কালো শক্তিকে রুখতে হবে, যে করেই হোক, যে ভাবেই হোক।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, সালাম; লাখো কোটি সালাম।

****

একটি ব্যক্তিগত মন্তব্যঃ— বছর দুয়েক আগে যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির অন্যতম নেতা শাহরিয়ার কবিরের কাছ থেকে যে সহযোগীতা পেয়েছি তা ভুলবার নয়, আমি চিরকৃতজ্ঞ। আর পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থী ব্যক্তিগত মন্তব্যের জন্যে।